What are the means of self-realisation? Discuss.

or

How hearing (Śravana), thinking (manana) and meditation (nidi-dhyasana) are inevitable for the realisation of self?

Ans. অদ্বৈতবেদান্ত মতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। শ্রুতিতে আছে - 'হে জনক! তুমি নিজেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন রূপে অবস্থিত। অতএব অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানেই প্রাপ্ত হইয়াছ।' নারদীয় পুরাণেও আছে - 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যজনিত জ্ঞানই মোক্ষের কারণ। সেই জন্য অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা যেহেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের ধ্বংস অন্যথা দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে না।

Scanned with CamScanner

কেউ কেউ বলেন (পদ্মপাদ, সুরেশ্বর এবং তাদের অনুগামীগণ) বলেন, 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য থেকে সেই অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অন্যেরা (বাচস্পতি মিশ্র ও তাঁর সম্প্রদায়) বলেন - মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণ থেকেই এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ("মনন নিদিধ্যাসন সংস্কৃত অন্তঃকরণাদেবেত্যপরে।")

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের প্রণালী বা পদ্ধতি দুরকম হয়। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে আত্মোপলব্ধি করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই পদ্ধতিতে তিনি

বলেছিলেন, যে আত্মাকে বা আত্মার ব্যাপারে শ্রবণ করতে হবে, মনন করতে হবে ("শ্রোতব্যো, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ")। অর্থাৎ বৈশেষিক ব্যাখ্যানে (বৃহ. উপঃ) 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' শ্রুতি বিহিত আত্মদর্শনের অনুবাদ করে। তার সার্থকতা রূপে - 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' এই প্রকারে - শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে শ্রবণ কি? তার মধ্যে বেদান্তবাক্যসমূহের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য নিশ্চয়ের অনুকূল যে মননাদি ব্যাপার, তাই 'শ্রবণ'। বেদান্তবাক্যের অদ্বৈততত্ত্বে স্বারসিকত্বের নির্ণয়

অন্তঃকরণ - পরিণামের - জন্য -
তর্কশাস্ত্রে - জ্ঞান - জন্মে - যে -
মানস - ব্যাপার - তাকে - বলা
হয় 'মনন', অনাদি বিষয় বাসনার
কারণে - বিষয়ে আসক্ত চিত্তকে -
বিষয় থেকে - আকর্ষণ করে আত্মনিষ্ঠ -
করার উদ্দেশ্যে - যে মানস ব্যাপার
হয় - তাকে বলা হয় - নিদিধ্যাসন
এই - নিদিধ্যাসন মাধ্যমের মধ্যে - নিদিধ্যা -
সনই - ব্রহ্মাকারতা জ্ঞানের - প্রত্যক্ষ
বা সাক্ষাৎ কারণ, যেহেতু -
মন তৈরি আছে - সেই - ব্রহ্মাদি -
পদার্থ - ধ্যানযোগে নিমগ্ন হয়ে -
(নিদিধ্যাসনযুক্ত হয়ে) প্রমুখ অর্থাৎ
প্রধানীয় জ্ঞানের দ্বারা - আত্ম -
পরমাত্মাকে - লাভ করে যে সৎ লাভের
কারণ তা - বুঝতে পারলেন,
(তে ধ্যানযোগস্থ সত্য - অবস্থান

দেহাত্মশক্তি ; ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি - স্মৃতেঃ ',) নিদিধ্যাসনের প্রতি - মনন কারণ। মনন না হলে - শ্রুত বিষয়ে - যুক্তির - দ্বারা - সম্ভাবনাদি না হওয়ায় - অধিকারীর - নিদিধ্যাসন সম্ভব হয় না। মননের প্রতি - শ্রবণ কারণ, শ্রবণ না হলে - তাত্পর্যনিশ্চয় না হওয়ায় - শ্রুতির তাত্পর্যার্থ কি - হতে পারে না, আর তা না হলে - শ্রুত বিষয়ের - যুক্তিযুক্ততা বা অযুক্তিযুক্ততার - নিশ্চয় মূলক - মনন সম্ভব হয় না, সুতরাং - শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন - এই তিনটি - জ্ঞানোত্পত্তির

কারণ। এটি হলো অধ্যাত্মের অর্থাৎ- সংস্কার-মিশ্রাদির- অভিমত।

বিবরণ সম্প্রদায়ের আচার্যগণ উপরোক্ত মতবাদ সমর্থন করেন না। তাদের মতে- অজ্ঞানের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি- শ্রবণই প্রধান কারণ। মনন ও নিদিধ্যাসন- শ্রবণের পরবর্তী- হলেও- শ্রবণের ন্যায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের- সম্পাদক- হওয়ায়- আত্মসাক্ষাৎকারের কারণরূপে- সহায়ক অঙ্গ- হয়ে থাকে। দোষত্রয়- মহাবাক্যের থেকে উৎপন্ন শাব্দজ্ঞান উদ্বুদ্ধহীন বা আবর্তনহীন হয়ে যায়- যদি বা বিপরীত জ্ঞান যা ধারণার দ্বারা বাধিত পায়। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ

অতএব অবশ্যই - আলোচ্য প্রবন্ধ
হতে - যথার্থ জ্ঞানের - অন্য -
উৎস থেকে - আগত সংস্কারকে বাদ
দেওয়া থেকে উৎপন্ন যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে
পূরীভূত হবে। এবং নির্দিষ্টার্থ -
নের - ক্ষমতা - অর্জিত হওয়া সম্ভব
হবে।

Scanned with CamScanner